مَلَكٌ

ফেরেশতা পর্ব-৩

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে: " **مَلَكٌ** **ফেরেশতা**"

ফেরেশতারা আল্লাহর সৃষ্টি। ফেরেশতাদের আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন **"নুর"** আলো থেকে। ফেরেশতারা আল্লাহর তসবীহ করে এবং তার হুকুম বাস্তবায়ন করে। ফেরেশতাদের কোনো অধিকার বা ইছা দেয়া হয়নি যে তারা আল্লাহর হুকুমের অবাধ্য হবে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আর রাদ ১৩:১৩**

১. বজ্রধ্বনি প্রশংসার সাথেতার তসবীহ করে এবং ফেরেশতারা করে তার ভয়ে।

وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ وَ يُرْسِلُ
الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَ هُمْ يُجَادِلُوْنَ فِي اللّٰهِ ۚ وَ هُوَ
شَدِيْدُ الْمِحَالِ ﴿١٣﴾

বজ্র ধ্বনি ও মালাইকা সভয়ে তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি বজ্রপাত ঘটান এবং যাকে ইচ্ছা ওটা দ্বারা আঘাত করেন। তথাপি ওরা আল্লাহ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে; যদিও তিনি মহাশক্তিশালী। (সূরা আর রাদ ১৩:১৩)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আর রাদ ১৩:২৩

২. (জান্নাতের) প্রত্যেক দরজা দিয়ে ফেরেশতারা তাদের (জান্নাতীদের) কাছে দাখিল হবে।

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَ اَزْوَاجِهِمْ وَ
ذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ۝٢٣

স্থায়ী জান্নাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের মাতা-পিতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎ কাজ করেছে তারাও এবং মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের কাছে হাযির হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। (সূরা আর রাদ ১৩:২৩)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল হিজর ১৫:৭,৮

৩. তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদের কাছে ফেরেশতা নিয়ে আসো না কেন? আমরা তো বাস্তব পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া ছাড়া ফেরেশতা পাঠাই না; আর যখনই ফেরেশতা পাঠিই তখন আর তাদের অবকাশ দেয়া হয় না।

لَوْ مَا تَاْتِيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٧

তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের নিকট মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে হাযির করছনা কেন?
(সূরা আল হিজর ১৫:৭)

مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْٓا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ ۝٨

আমি মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে যথার্থ কারণ ব্যতীত প্রেরণ করিনা; মালাইকা/ফেরেশতারা হাযির হলে তারা অবকাশ পাবেনা। (সূরা আল হিজর ১৫:৮)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল হিজর ১৫:২৮,২৯,৩০

৪. যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদের বলেছিলেন, আমি মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি গন্ধযুক্ত কাদার শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে.ফলে ফেরেশতারা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে তাকে (আদমকে) সেজদা করল।

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن صَلْصَٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ
مَّسْنُونٍ ٢٨

স্মরণ কর, যখন তোমার রাব্ব মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে বললেনঃ আমি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব। (সূরা আল হিজর ১৫:২৮)

فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ٢٩

যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব তখন তোমরা তার প্রতি সাজদাহবনত হও। (সূরা আল হিজর ১৫:২৯)

فَسَجَدَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ٣٠

মালাইকা/ফেরেশতাগণ সবাই একত্রে সাজদাহ করল। (সূরা আল হিজর ১৫:৩০)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আন নাহল ১৬:২

৫. আল্লাহ তার বান্দাদের যাদেরকে চান, তার প্রতি ফেরেশতা এবং রূহেক (জিব্রাইলকে) পাঠান এই আদেশসহ: তোমরা সতর্ক করো যে, নিশ্চয়ই আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।

يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اَنْ
اَنْذِرُوْٓا اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ﴿٢﴾

তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা নির্দেশ সম্বলিত ওহীসহ মালাক/ফেরেশতা প্রেরণ করেন, এই মর্মে সতর্ক করার জন্য, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই; সুতরাং আমাকে ভয় কর। (সূরা আন নাহল ১৬:২)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আন নাহল ১৬:২৮

৬. যাদেরকে ফেরেশতারা মৃত্যু ঘটায় নিজেদের প্রতি জুলুম করতে থাকা অবস্থায়। তখন তারা আত্মসমর্পন করে দিয়ে বলে: "আমরা কোনো মন্দ কাজ করতাম না। "হ্যাঁ, আল্লাহ ভালো ভাবেই জানেন তোমরা কি করতে?

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۖ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا
كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ ۚ بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾

মালাইকা/ফেরেশতাগণ তাদের মৃত্যু ঘটায় তাদের নিজেদের প্রতি যুলম করতে থাকা অবস্থায়; অতঃপর তারা আত্মসমর্পণ করে বলবেঃ আমরা কোন মন্দ কাজ করতামনা। হ্যাঁ, তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। (সূরা আন নাহল ১৬:২৮)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আন নাহল ১৬:৩২,৩৩

৭. ফেরেশতারা তাদের ওফাত ঘটায় পবিত্র জীবন-যাপন করা অবস্থায়।

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ
ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٣٢﴾

মালাইকা/ফেরেশতাগণ যাদের মৃত্যু ঘটায় পবিত্র থাকা অবস্থায়, (তাদেরকে) বলবেঃ তোমাদের প্রতি শান্তি! তোমরা যা করতে তার প্রতিদানে জান্নাতে প্রবেশ কর। (সূরা আন নাহল ১৬:৩২)

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ كَذٰلِكَ
فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُوْنَ ﴿٣٣﴾

তারা শুধু প্রতীক্ষা করে তাদের কাছে মালাক/ফেরেশতা আগমনের অথবা তোমার রবের শাস্তি আগমনের; আল্লাহ তাদের প্রতি কোন যুলম করেননি, কিন্তু তারাই নিজেদের প্রতি যুলম করত।

(সূরা আন নাহল ১৬:৩৩)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আন নাহল ১৬:৪৯

৮. মহাকাশে যা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যত জীবজন্তু আছে সবাই আল্লাহর জন্যে সিজদাবনত হয়, আর ফেরেশতারা তাকে সিজদা করে এবং তারা অহংকার করে না।

وَ لِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّ
الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٤٩﴾

আল্লাহকেই সাজদাহ করে যা কিছু সৃষ্টি রয়েছে আকাশমন্ডলীতে এবং পৃথিবীতে এবং মালাইকাগণও; তারা অহংকার করেনা। (সূরা আন নাহল ১৬:৪৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা বনী ইসরাইল ১৭:৪০

৯. আর তিনি নিজে কি ফেরেশতাদের কন্যা সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেছেন?

اَفَاَصْفٰىكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَ اتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا ؕ
اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ﴿٤٠﴾

তোমাদের রাবব কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি নিজে (ফেরেশতাদের) কন্যা রূপে গ্রহণ করেছেন? তোমরাতো নিশ্চয়ই ভয়ানক কথা বলে থাক। (সূরা বনী ইসরাইল ১৭:৪০)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা বনী ইসরাইল ১৭:৬১

১০. আমরা যখন ফেরেশতাদের বলেছিলাম: সেজদা করো আদমকে। তখন তারা সেজদা করেছিল, ইবলিস ছাড়া।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ قَالَ
ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿٦١﴾

স্মরণ কর, যখন আমি মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে বললামঃ আদমের প্রতি সাজদাহবনত হও; তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সাজদাহবনত হল; সে বললঃ আমি কি তাকে সাজদাহ করব যাকে আপনি মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন? (সূরা বনী ইসরাইল ১৭:৬১)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা বনী ইসরাইল ১৭:৯২

১১. কিংবা, তুমি যেমন বলে থাক, সে মতে আকাশকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে আমাদের উপর ফেলবে অথবা আল্লাহকে এবং ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে এনে উপস্থিত করবে।

أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِىَ بِٱللَّهِ وَ
ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ قَبِيلًا ﴿٩٢﴾

অথবা তুমি যেমন বলে থাক, তদনুযায়ী আকাশকে খন্ড বিখন্ড করে আমাদের উপর ফেলবে, অথবা আল্লাহ ও মালাইকাদেরকে আমাদের সামনে উপস্থিত করবে। (সূরা বনী ইসরাইল ১৭:৯২)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা বনী ইসরাইল ১৭:৯৫

১২. (হে নবী) বলো: "পৃথিবীতে যদি ফেরেশতারা নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতো, তবে আমরা অবশ্যই আকাশ থেকে তাদের জন্যে কোনো ফেরেশতাকেই রাসূল বানিয়া পাঠাতাম।

قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَٰٓئِكَةٌ يَّمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا
عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴿٩٥﴾

বলঃ মালাইকা/ফেরেশতারা যদি নিশ্চিত হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করত তাহলে আমি আকাশ হতে মালাক/ফেরেশতাকেই তাদের নিকট রাসূল করে পাঠাতাম। (সূরা বনী ইসরাইল ১৭:৯৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা কাহাফ ১৮:৫০

১৩. আমরা যখন ফেরেশতাদের বলেছিলাম, আদমকে সেজদা করো, তখন সবাই সেজদা করেছিল ইবলিশ ছাড়া।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ ۖ كَانَ
مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦٓ ۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن
دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّۢ ۚ بِئْسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾

এবং স্মরণ কর, আমি যখন মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে বলেছিলামঃ তোমরা আদমের প্রতি নত হও। তখন সবাই নত হল ইবলীস ছাড়া; সে জিনদের একজন, সে তার রবের আদেশ অমান্য করল; তাহলে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করছ? তারা তো তোমাদের শত্রু; সীমালংঘনকারীদের জন্য রয়েছে কত নিকৃষ্ট বদলা। (সূরা কাহাফ ১৮:৫০)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা তোয়াহা ২০:১১৬

১৪. আমরা যখন ফেরেশতাদের বলেছিলাম, তোমরা সেজদা করো আদমকে. তখন তারা সেজদা করল, কিন্তু করেনি শুধু ইবলিশ।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ ١١٦

স্মরণ কর, যখন আমি মালাইকাগণকে বললামঃ আদমের প্রতি সাজদাহবনত হও, তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সাজদাহ করল; সে অমান্য করল। (সূরা তোয়াহা ২০:১১৬)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল আম্বিয়া ২১:১০৩

১৫. (কেয়ামতের দিন) মহাভীতি তাদেরকে (মুমিনদের) চিন্তিত করবে না। ফেরেশতারা তাদের সাথে মোলাকাত করে বলবে: এটাই হলো আপনাদের সেইদিন, যার ওয়াদা আপনাদেরকে দেওয়া হয়েছিল।

لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ
ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ١٠٣

মহাভীতি তাদেরকে বিষাদ ক্লিষ্ট করবেনা এবং মালাইকারা তাদেরকে অভ্যর্থনা করবে এই বলেঃ এই তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। (সূরা আল আম্বিয়া ২১:১০৩)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল হাজ্জ্ব ২২:৭৫

১৬. আল্লাহ ফেরেশতাদের থেকে বানী বাহক মনোনীত করেন এবং মানুষের মধ্যে থেকেও মনোনীত করেন।

اَللّٰهُ يَصۡطَفِىۡ مِنَ الۡمَلٰٓـئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيۡعٌ بَصِيۡرٌ ۚ ٧٥

আল্লাহ মালাইকাদের মধ্য হতে মনোনীত করেন বাণীবাহক এবং মানুষের মধ্য হতেও; আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা। (সূরা আল হাজ্জ্ব ২২:৭৫)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার জন্যে ইবলিস অভিশপ্ত হয়েছিল। আসুন, আমরা দুনিয়ার জীবনে ইবলিসের পদাঙ্ক অনুসরণ না করি। ইবলিসের অনুসরণ করলে আমরা দুনিয়া ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হব। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।

আমিন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/